সমকাল

তারিখ ... 23 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 8 ...

কেশবপুর ও ডুমুরিয়ায় অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিবন্দি

■ কেশবপুর (যশোর) ও ডুমুরিয়া (খুলনা) প্রতিনিধি

পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হওয়ায় কেশবপুরে কপোতাক্ষ পাড়ের বিদ্যানন্দকাটি, সাগরদাঁড়ি ও ত্রিমোহিনী ইউনিয়নের ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে ১৭টি প্রাথমিক ও ১৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১০টি মাদ্রাসা রয়েছে। ওই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে পানি ঢুকে পড়ায় পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সামনে পিএসসি, জেএসসি, জেডিসি ছাড়াও বার্ষিক পরীক্ষার কারণে শিক্ষকরা বাধ্য হয়ে বেঞ্চ দিয়ে মাচা তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অব্যাহত রেখেছেন। ওই সব ইউনিয়নের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর তিন থেকে চার মাস পানিবন্দি থাকে।

কপোতাক্ষ নদের অববাহিকায় বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নের মহাদেবপুর আরবিএস মাধ্যমিক ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজাকাটি মাধ্যমিক ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নেহালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা এবং বগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই দশক ধরে জলাবদ্ধতা হয়ে আসছে। ১৯৯৫ সালে কপোতাক্ষ নদ নাব্যতা হারালে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিবছর বর্ষার মৌসুমে ওই সব বিদ্যালয়ে স্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে বিদ্যালয়ের আসবাব, প্রয়োজনীয় কাগজ নষ্ট হওয়া ছাড়াও দেয়ালের পলেস্তারা খসে ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা জানান, এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে প্রতিবছর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হলেও বিদ্যালয়গুলো জলাবদ্ধতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এ ছাড়া কোনো অনুদান না পাওয়ায় পুনঃসংস্কারের অভাবে ভবনের দেয়াল নষ্ট হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্ষার পানির কারণে প্রতিষ্ঠানের দরজা, জানালা, আসবাব, প্রয়োজনীয় কাগজ নষ্ট হয়ে গেছে। এসব বিদ্যালয়ের মেঝেতে বর্তমানে এক থেকে দুই ফুট পানি রয়েছে। মহাদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফতেমা খাতুন জানায়, স্কুল বন্যার পানিতে তালিয়ে যাওয়ায় সুপেয় পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। কাদাপানির মধ্যে থেকে পায়ে ঘা হয়ে গেছে।

মহাদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান জানান, স্কুল ভবনটি নির্মাণের পর থেকে অদ্যাবধি সংস্কার করা হয়নি। প্রতিবছর বন্যার সময় মেঝেতে দুই-তিন ফুট পানি থাকে। শ্রেণীকক্ষে মাচা করে তার ওপর শিক্ষার্থীরা বসে এবং পানিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষকরা অতিকষ্টে পাঠদান করে থাকেন। ভবনটি বহু আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

রেজাকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহানারা বেগম জানান, প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই ইউনিয়নের সবচেয়ে নিচু এলাকার সাতটি বিদ্যালয় আগেই পানিতে তলিয়ে যায়। সরকারি অনুদান ছাড়া এসব বিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মহাদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র দাস জানান, পরিত্যক্ত ঘোষণা করার কারণে পাঁচ কক্ষের একাডেমিক ভবনটি বহু আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরে শিক্ষকদের অনুদানের টাকায় চার কক্ষের একটি টিনশেডের ঘর নির্মাণ করা হয়। কাদার মধ্যে সেখানে ২২০ জন ছাত্রছাত্রীকে গাদাগাদি করে বসিয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ চন্দ্র সরকার বলেন, চলতি বছর আগাম এবং অতিবৃষ্টির কারণে বেশি সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্লাবিত হয়েছে। কপোতাক্ষ সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।

ডুমুরিয়া (খুলনা) প্রতিনিধি জানান, ডুমুরিয়ার চাঁদগড় গ্রাম এলাকায় বেড়িবাঁধ ভেঙে ও অতিবৃষ্টির কারণে উপজেলায় ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পানিতে তলিয়ে গেছে। শিশুদের পাঠদান চলছে এলাকার বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে।

২৫ জুলাই বুড়িভদ্রা নদীর প্রবল স্রোতে উপজেলার ২৯ নম্বর পেন্ডারে চাঁদগড় এলাকা পাউবোর বেড়িবাঁধ ভেঙে ও অতি বর্ষণে ১৩টি গ্রাম পানিতে নিমজ্জিত হয়।

এলাকার মানুষ প্রাণ বাঁচতে ঘরবাড়ি ও সব সম্পদ ফেলে আশ্রয় নেয় চাঁদগড়, জালিয়াখালী, বৃত্তিবিরালাসহ আশপাশে সাইক্লোন শেল্টার, উঁচু বেড়িবাঁধের ওপর। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্যমতে, এ সময় উপজেলায় ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শিশুর পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে- চাঁদগড়, জালিয়াখালী, বৃত্তিবিরালা, আরাজি সাজিয়াড়া, নোয়াকাটি মাঠের হাট, কাঁঠালতলা, ওটুদিয়া পশ্চিমপাড়া, মাগুরখালী, মাধবকাটি, কৈপুকুরিয়া, আকড়া, তৈয়েবপুর ও বৃত্তিভুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের সব তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানায় উপজেলা শিক্ষা অফিস।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. অহিদুল ইসলাম জানান, শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

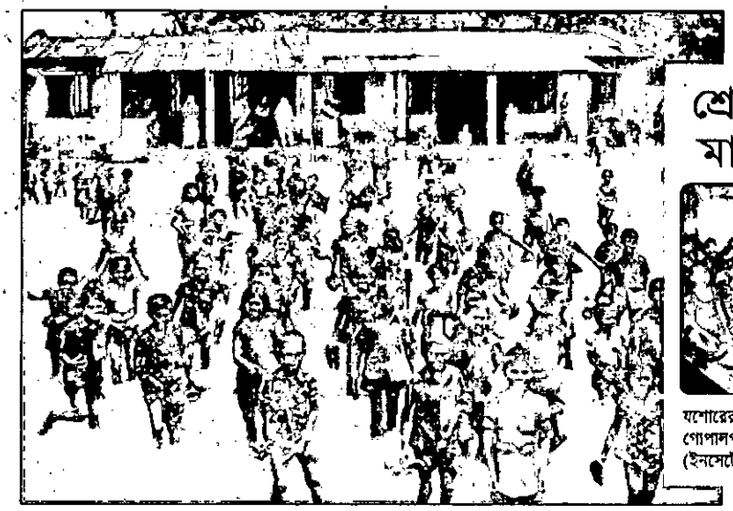

শ্রেণীকক্ষে পানি মাচায় পাঠদান

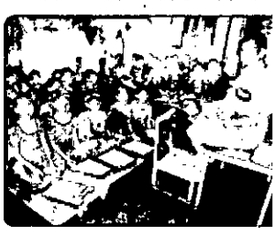

যশোরের কেশবপুরে ত্রিমোহিনী ইউনিয়নের গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জলমগ্ন (ইনসেটে) মাচায় চলছে ক্লাস ■ সমকাল